দামুড়হুদায় এক কেজি গাঁজাসহ সবুজ আলী আটক

দামুড়হুদায় এক কেজি গাঁজাসহ সবুজ আলী (২৪) নামে এক জনকে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

গতকাল সোমবার দুপুর ২টার দিকে দামুড়হুদা থানাধীন কার্পাসডাঙ্গা থেকে। আটককৃত আসামি সবুজ আলী উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কোমর পুর গ্রামের ফরজ আলীর ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায় চুয়াডাঙ্গা জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার জনাব আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম সেবা মহোদয়ের নির্দেশনায় দামুড়হুদা মডেল থানাধীন কার্পাশডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের এসআই মোঃ হারুন উর রশীদ, পিপিএম, সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কার্পাসডাঙ্গা মিশনপাড়াস্থ জনৈক দেবু সরকার এর বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে ভৈরব নদের গোসল করা পাঁকা সিড়ি ঘাটের উপর থেকে আসামী সবুজ আলীকে এক কেজি অবৈধ মাদকদ্রব্য গাঁজাসহ হাতেনাতে আটক করে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন, গাঁজাসহ একজন আটক হয়েছে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হচ্ছে, আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

গাংনীতে সোঁয়া ৭ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারী আটক

মাদক বিরোধী পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে সোঁয়া সাত কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের বাবর আলীর ছেলে সবুজ হোসেন (২৪) ও সাহেবনগর গ্রামের মৃত্যু ফকির আলীর ছেলে উজির আলীর।

আজ বুধবার (২৬ জুন) দুপুরে গাংনী থানায় প্রেসব্রিফিং করে জানান ওসি মো: তাজুল ইসলাম।

তিনি জানান, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাতে ভারতীয় সীমান্তবর্তি ধলা গ্রাম থেকে মাদকের একটি চালান পার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ধলা ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) আশরাফুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে সাড়ে ছয় কেজি গাঁজাসহ রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের সবুজকে আটক করেন। এসময় গাঁজা কারাবারের সাথে জড়িত অপর আসামি রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের মৃত্যু আবু তালেবের ছেলে সাফায়াত আলী পালিয়ে গেছে।

অপরদিকে ভবানীপুর ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) মেহেদী হাসান সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সাহেবনগর গ্রামে অভিযান চালিয়ে সোয়া ৫ শ গ্রাম গাঁজাসহ উজির আলীকে আটক করা হয়। এসময় অপর আসামি একই গ্রামের মকসেদ আলীর ছেলে মন্টু ধলা পালিয়ে যায়।

পৃথক দুটি গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানা পুলিশের পক্ষ থেকে দুটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। আটক দুই মাদক কারবারীকে আজ বুধবার (২৬ জুন) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে ৬৩০ বোতল ফেনসিডিল, ৪ গ্রাম হেরোইন ও গাঁজা জব্দ

মেহেরপুরে মাদক বিরোধী পৃথক চারটি অভিযানে ৬৩০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল, চার গ্রাম হেরোইন ও দেড়’ শ গ্রাম গাঁজাসহ চার মাদক কারবারীকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের (মধ্যপাড়া) এলাকার এলাহী বকসের ছেলে সাহাজুল ইসলাম (৩৮), ভাটপাড়া (ডিসি ইকোপার্ক) পাড়া এলাকার কাবুল হোসেনের ছেলে মো: কাজল হোসেন ((১৯), সীমান্তবর্তি খাঁসমহল গ্রামের মৃত আব্দুল আজিজ ওরফে জিপতের ছেলে

মো: পল্টু হোসেন (৪০) ও সহড়াতলা গ্রামের মৃত আকছেদ আলীর ছেলে মশিউর রহমান ওরফে মুছা ((৪৫)।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলামের নেতৃতে গতকাল বুধবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ বৃহস্পতিবার (২০ জুন) ভোররাত পর্যন্ত গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পৃথক চারটি অভিযান চালিয়ে এই চারজন মাদক কারবারিকে আটক করা হয় এবং ফেনসিডিল, গাঁজা ও হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে মাদক উদ্ধারের ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার (২০ জুন) বেলা ১ টার সময় গাংনী থানা ক্যাম্পাসে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসব্রিফ করেন মেহেরপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস) মোঃ আহসান খান।

প্রেসব্রিফিং এ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ আহসান খান জানান, ভারতীয় সীমন্তে একটি ফেনসিডিলের বিরাট চালান তারকাটার বেড়া পার করে বাংলাদেশ অভ্যন্তরে আসছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: তাজুল ইসলামের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) সঞ্জিব কুমার সঙ্গীয় ফোসসহ সীমান্তবর্তি কাজিপুর গ্রামের মধ্যপাড়া এলাকার সাহাজুল বাড়িতে অভিযান চালায়। এসময় তার বাড়ি থেকে ৫৬০ বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয়। এসময় আটক করা হয় সাহাজুল ইসলামকে।

অপরদিকে একই সময় এসআই সাইফুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্তবর্তি সহড়াতলা গ্রামে অভিযান চালান। অভিযানে ৭০ বোতল ফেনসিডিলসহ মশিউর রহমান ওরফে মুসাকে আটক করা হয়। পরে অপর একটি অভিযান চালানো হয় ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কের সামনের রাস্তাতে। অভিযানে ১৫০ গ্রাম গাঁজাসহ কাজল আলীকে আটক করেন।

এছাড়া আজ বৃহস্পতিবার (২০ জুন) ভোররাতের দিকে গাংনী থানার ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আশরাফুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ খাঁসমহল গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ মো: পল্টুকে আটক করেন।

এসব মাদক উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পুলিশের পক্ষ থেকে গাংনী থানায় পৃথক চারটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আটকৃত আসামীদের বিকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

প্রেসব্রিফিং এ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ আহসান খান বলেন মাদকদ্রব্য এবং মাদক কারবারি দেশ ও সমাজের শত্রু। এদের নির্মল করার জন্য পুলিশ সব সময় কাজ করছে। এটিকে নির্মূল করা পুলিশের একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে সাংবাদিক জনপ্রতিনিধিসহ সমাজের অন্যান্য পেশার মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে।

র্যাবের অভিযানে সাড়ে ১৫ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্প মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে সাড়ে ১৫ কেজি গাঁজাসহ মোঃ মিরাজুল ইসলাম(৪৬) নামের এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে। এসময় তার স্ত্রী মোছা: সীতা খাতুন (৩৭) পালিয়ে গেছে।

আটক মিরাজুল ইসলাম কুষ্টিয়া সদর উপজেলার কবুরহাট গ্রামের মৃত ওমেদ আলী মন্ডলের ছেলে।

আজ রবিবার (১৬ জুন) সকাল ৮ টার সময় কুষ্টিয়া সদর উপজেলার কবুরহাট (সর্দারপাড়া) এলাকায় ধৃত আসামী মোঃ মিরাজুল ইসলামের বাড়িতে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। এসময় তার বসতবাড়ির একটি কক্ষ থেকে সাড়ে ১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে তার স্ত্রী মোছাঃ সীতা খাতুন সুকৌশলে পালিয়ে যান। গাঁজার আনুমানিক মূল্য ৪ লাখ সাড়ে ৬৬ হাজার টাক বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

র্যাব-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুর কোম্পানী কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুজ্জামান সঙ্গীয়ফোর্সসহ মাদক বিরোধী এই বিশেষ

অভিযান পরিচালনা করেন।

র্যাব-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুর কোম্পানী কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুজ্জামান জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামীদ্বয় পরস্পর যোগসাজসে দীর্ঘদিন যাবৎ লোক চক্ষুর আড়ালে কুষ্টিয়া জেলা সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় মাদক দ্রব্য কেনা-বেচা করে এলাকার যুব সমাজকে ধ্বংস করছে।

গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় কুষ্টিয়া সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে গ্রেফতারকৃত আসামী ও উদ্ধারকৃত আলামত আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কুষ্টিয়া জেলার সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদক বিরোধী অভিযানে ২৫০ গ্রাম গাঁজা সহ রকিবুল নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৫ জুন) বিকেলের মেহেরপুর শহরের ওয়াপদা পাড়া এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক রকিবুল ওয়াপদা পাড়ার হবির ছেলে।

জানা গেছে, গোপন সূত্রে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাসানের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল শহরের ওয়াবদা সড়কে রকিবুলের বাড়ি তল্লাশি করেন। এ সময় পলিথিনে মোড়ানো ২৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে। এবং রকিবুলকে আটক করেন।

এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে রকিবুলের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

গাংনীতে ১১৫ বোতল ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ ৫ মাদক ব্যবসায়ী আটক

গাংনী থানা পুলিশের পৃথক চারটি অভিযানে ১১৫ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল, ৪ শ গ্রাম গাঁজাসহ ৫ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামের ছাদের আলীর ছেলে স্বপন আলি (৩৮), আয়ূব আলীর ছেলে লিটন (৪০), পলাশীপাড়া গ্রামের মৃত সুজা উদ্দিনের ছেলে টোফেন ওরফে খালিদ মাহমুদ (৩০),আলমডাঙ্গা উপজেলার নগরবোয়ালিয়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে মামুনর রশিদ (৩০), ও গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের আলতাপ হোসেনের ছেলে মো: সজল (২৭)।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতভর আজ শুক্রবার (১৯ এপ্রিল) ভোর পর্যন্ত গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে গাংনী থানা ও ক্যাম্পের পুলিশ পৃথক চারটি অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম শুক্রবার বেলা ১২ টার সময় নিজ কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই তথ্য জানান।

তিনি বলেন, করমদি গ্রামের স্বপন আলি ও লিটনকে ১০৫ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ আটক করা হয়েছে। এব্যাপারে মাদকদ্রব্যর নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ সালের ৩৬(১) সারণীর ১৪(গ) ধারায় গাংনী থানায় মামলা রুজ্জু করা হয়েছে, মামলা নং ২৬, পলাশীপাড়া গ্রামের টোফেন ওরফে খালিদ মাহমুদকে ১০ বোতল ফেনসিডিল ও একটি মোটরসাইকেলসহ আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ধারা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর সারণীর ১৪(খ) ধারায় মামলা নং ২৩, আলমডাঙ্গা উপজেলার নগরবোয়ালিয়া গ্রামের মামুনর রশিদকে ২০০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(১) সারণীর ১৯(ক), ধারায় দায়ের করা মামলা নং ২৪, গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের মো: সজলকে ২০০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ সালের ৩৬(১) এর সারণীর ১৯(ক) ধারায় দায়ের করা মামলা নং ২৪, ১৯/০৪/২৪।

আটককৃতদের আজ শুক্রবার (১৯ এপ্রিল) বেলা ১২ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দর্শনায় গাঁজাসহ ইজিবাইক চালক জনি গ্রেফতার

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী ইজিবাইক চালক জনি আক্তারকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গতকাল রোববার দিবাগত রাত সোয়া ১১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে থানার এসআই তারেক হাসান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের নতুনপাড়ায়। এসময় গ্রামের নতুনপাড়ার জনৈক মোসলেম উদ্দীনের বাড়ির সামনে রাঙ্গিয়ারপোতা- সিংনগরগামী পাঁকা রাস্তার উপর হতে সিংনগরগামী একটি ইজিবাইকের গতিরোধ করে তাতে তল্লাসী চালিয়ে চালকের হেফাজত হতে ৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা সহ চালক জনি আক্তারকে (২৪) গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ী চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের পুরাতনপাড়ার আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে।

সেই সাথে গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ীর নিকট হতে মাদক বহনকাজে ব্যবহৃত একটি নীল রংয়ের পুরাতন তিন চাকা বিশিষ্ট ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের একটি ইজিবাইক উদ্ধার পূর্বক জব্দ তালিকা মোতাবেক জব্দ করে।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হাটগোপালপুর এলাকা থেকে ১২ কেজি গাঁজাসহ আল আমিন (৪৩) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (৫ মার্চ) ভোররাতে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত আল আমিন খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার মুসলিমপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুল মতিনের ছেলে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন জানান, ভোরে হাটগোপালপুর এলাকার ছয়াইল রোডে মাদক ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালায় হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা। সেসময় অন্যরা পালিয়ে গেলেও ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয় খাগড়াছড়ির মুসিলমপাড়া গ্রামের আল আমিনকে। পরে তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ১২ কেজি গাঁজা। এ ঘটনায় সদর থানায় একটি মামলা হয়েছে।

মেহেরপুরে ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ মাদক কারবারী গ্রেফতার

৯৩ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল ও প্রায় ৩ কেজি গাঁজাসহ এলাকার শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী জামাল উদ্দিন(৪৭) কে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটলিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প। গ্রেফতারকৃত জামাল উদ্দিন গাংনী উপজেলার মাইলমারী গ্রামের মাহাতাব আলীর ছেলে।

র্যাব-১২ সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি টিম শনিবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) ভোররাতের দিকে হিজলবাড়িয়া গ্রামের একটি ইটভাটার সামনে অভিযান চালিয়ে তাকে ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ গ্রেফতার করেন।

শনিবার বেলা ১২ টার সময় র্যাব-১২, সিপিসি মেহেরপুর ক্যাম্পে

সাংবাদিকদের সাথে প্রেসব্রীফ করে এই তথ্য জানান কমান্ডার মনিরুজ্জামান।

এসময় পিও মাহাতাব উদ্দিন, সার্জেন্ট মোহাম্মদ উল্লাহ, সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার হুমায়ূন কবীর, নায়েক শামীম আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। র্যাব-১২ সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার মনিরুজ্জামান বলেন, মাদকের একটি চালান পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে জামাল উদ্দিন গ্রেফতার হলেও অন্য দুইজন আসামি মাইলমারী গ্রামের বিলপাড়া এলাকার আব্দুস সালাম মন্ডলের ছেলে মহিবুল ইসলাম
(৩৬) ও হিজলবাড়িয়া উত্তরপাড়া এলাকার ফরিদ উদ্দিনের ছেলে জাহাঙ্গীর আলম পালিয়ে যায়।

এঘটনায় র্যাবের পক্ষ থেকে গাংনী থানায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ১৯(ক)/১৪(গ)৪১ ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার নং ২৮, তারিখ ২৪/০২/২৪ ইং।

গ্রেফতারকৃত জামালের বিরুদ্ধে এর আগেও মাদক আইনে দুটি মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। এছাড়া পলাতক আসামি মহিবুল ইসলাম ও জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধেও একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে।

চুয়াডাঙ্গায় গাঁজাসহ চাষী আটক

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বড়শলুয়া গ্রামে চিত্রা নদীর পাড় সংলগ্ন নিজ জমিতে অন্যন্য ফসলের সাথে দুইটি গাঁজা গাছসহ হাবিবুর রহমান ওরফে হাবুলকে (২৮) আটক করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। সে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানার বড়শলুয়া গ্রামের নজির ফকিরের ছেলে।

জানা যায়, শনিবার ৩ ফেব্রুয়ারি বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় বড়শলুয়া চিত্রা নদীর ধারে হাবুলের নিজ জমিতে।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই তারেক হাসান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে তরতাজা অবৈধ

মাদকদ্রব্য দুইটি গাঁজা গাছ উদ্ধার করে। সেই সাথে হাবিবুর রহমান হাবুল কে গ্রেফতার করে।গাঁজা গাছ দুইটির আনুমানিক বাজার মৃল্য ৪৪ হাজার টাকা। আগামীকাল তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করা হবে।